চুয়াডাঙ্গায় ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটের ভাটায়

চুয়াডাঙ্গায় একের পর এক ফসলি জমির উপরিভাগের মাটি বা টপ সয়েল কেঁটে নিয়ে যাচ্ছে ইটভাটার মালিকেরা। এসব টপ সয়েল পুড়িয়ে তৈরি হচ্ছে ইট। বাড়তি টাকার লোভে কৃষকেরাই টপ সয়েল বিক্রি করছেন ভাটা মালিকদের কাছে। এতে নষ্ট হচ্ছে উর্বর জমি। কমে আসছে ফসলের উৎপাদন। এক শেণির মাটি ব্যবসায়ী কৃষকদের পুকুর খনন করে মাটি বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে এসব ফসলি জমি নষ্ট করছে। এসব বন্ধে জেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের।

স্থানীয়রা জানায়, বর্তমানে ইটভাটায় ইট তৈরীর ভরা মৌসুম। জেলার চার উপজেলায় বৈধ অবৈধ মিলে শতাধিক ইটভাটা রয়েছে। এসব ইটভাটায় ইট তৈরীর জন্য ভাটা মালিকেরা কৃষকের জমির মাটি কেঁটে নিয়ে যায়। গ্রামের কৃষি জমিতে মেশিন দিয়ে দশ ফুটের বেশী গভীর করে চলে মাটি কাটার উৎসব। মাটি ব্যবসায়ীরা অনেক সময় পুকুর খননের নামে মাটি কিনে ইটভাটায় বিক্রি করে। শুধুমাত্র কৃষকের ব্যক্তিগত জমিই নয় ইটভাটায় মাটি ব্যবহারের জন্য খনন করা হচ্ছে সরকারী জমিও।

আলমডাঙ্গা উপজেলার কৃষক বারী শেখ জানান, ফসলি জমির প্রতি বিঘা ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫ থেকে ১০ বছর মেয়াদে চুক্তিনামা করে ফসলি জমিতে পুকুর খনন করে মাটি ব্যবসায়ীরা। কৃষকের জমির সেই মাটি প্রতি গাড়ি (ট্রাক্টর) সাতশ থেকে হাজার টাকায় জেলার বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রয় করে তারা।

রুহুল অমিন নামের দামুড়হুদা উপজেলার এক কৃষক জানান, মাটি ব্যবসায়ীরা একটি ফসলি জমির মাটির কেটে নিয়ে যাওয়ায় পশের জমির মাটি ধসে পড়ে। যার কারণে পাশের জমির কৃষকের ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন সমস্যা হয়। ফলে বাধ্য হয়েই সেই কৃষকও জমির মাটি বিক্রি করে দিচ্ছেন ইটভাটায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তালহা জুবাইর মাসরুর জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার মাটি অত্যন্ত উর্বর। এখানে সব ধরণের ফসলের আবাদ হয় নির্বিঘ্নে। কৃষকের অজ্ঞতার কারণে জমির উপরিভাগের মাটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এতে কৃষক নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, ফসলী জমিতে মাটি কাঁটা

বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে অনেক ইটভাটার মালিককে জরিমানসহ অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মাটি কাঁটার বিষয়ে সুনিদিষ্ট তথ্য দিলে সাথে সাথে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তিনি।

আরো পড়ুন-চুয়াডাঙ্গায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো জেলা পুলিশ

চুয়াডাঙ্গায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো জেলা পুলিশ

২০১৯ সালে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা পুলিশ।

শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ডায়মন্ড ওয়ার্ডের এমডি দিলীপ কুমার আগরওয়ালার পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু ও জেলা শিক্ষা অফিসার নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ৫৭৪ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

আরো পড়ুন-চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যু

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকীর সহযোগিতায় জেলা পুলিশ শহরের পোষ্ট অফিস মোড়, পায়রা চত্বর, আরাপপুর, হামদহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ স্থানে ১’শ টি আইপি ক্যামেরা স্থাপন করবে। যা জেলা পুলিশের কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রন করা হবে। এতে শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করবে।

আরো পড়ুন-ভালোবাসা দিবসে ঝিনাইদহে জেলায় দুই কোটি টাকার ফুল বিক্রির কথা বল্লেন চাষিরা

ভালোবাসা দিবসে দুই কোটি টাকার ফুল বিক্রির লক্ষ্য

সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রতীক ফুলের চাহিদা থাকে সবসময়। ফুলের প্রতি মানুষের ভালোবাসা চিরন্তন। সারা বছরই বিয়ে, জন্মদিন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীসহ নানা অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় ফুলের। পাশাপাশি রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভালোবাসা দিবসের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসব।

তাই প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে অন্তত দুই কোটি টাকা ব্যবসার পরিকল্পনা করছেন ঝিনাইদহের ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীরা। এখন ফুল নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে জেলায় ২০৪ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৭, কালীগঞ্জে ৩০, কোটচাঁদপুরে ১৫ এবং মহেশপুরে ১৩৬ হেক্টর জমিতে গোলাপ, গাঁদা, রজনীগদ্ধা, গ্লাডিওলাস ও জারবেরাসহ দেশি-বিদেশি ফুলের চাষ হয়েছে। এখানের মাটি ও আবহাওয়া ফুল চাষের উপযোগী হওয়ায়

থেকে ইতিবাচক আশ্বাস পেয়েছি। সুন্দরভাবে যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে পৌঁছে যাবে ফুল।

আরো পড়ুন-বাল্যবিয়ের অপরাধে বর ও কনের বাবার জেল-জরিমানা

বাল্যবিয়ের অপরাধে বর ও কনের বাবার জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে করার অপরাধে বর ও কনের বাবাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে এ দন্ড দেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।
দন্ডপ্রাপ্ত বর উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের বারোদাগ এলাকার বিষু প্রামানিকের ছেলে নাম শিমুল হোসেন। সে গ্রাম পুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কনের বাবা বাহিরচর ইউনিয়নের মন্টু সর্দারের ছেলে সাহাবুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সোহেল মারুফ জানান, ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের দশম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়াকে বিয়ে করার অপরাধে গ্রাম পুলিশ শিমুল হোসেনকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুসারে ৯ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং বাল্যবিবাহে সহযোগিতা করার অপরাধে মেয়ের বাবা সাহাবুল ইসলামকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। একই সাথে কনের চাচা আ: মজিদকে ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

তিনি আরও জানান, গত শুক্রবার তারা বিয়ের আয়োজন করায় পুলিশ বিয়ে বন্ধ করে এসেছিল। পরবর্তীতে তারা পালিয়ে বিয়ে করে। এ ব্যাপারে গ্রাম পুলিশ অভিযুক্ত শিমুল হোসেনকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আরো পড়ুন-ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষক নিহত

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষক নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপার ভাটই বাজার এলাকায় নছিমনের ধাক্কায় সৈকত হোসেন নামে
স্কুল শিক্ষক নিহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মহব্বতপুর নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যাক্তি কুষ্টিয়া দৈলতপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আক্কাচ আলীর ছেলে।
নিহত সৈকত হোসেন ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু উপজেলার নিত্যনন্দপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, তিনি রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী নসিমনের ধাক্কায় মারাত্মক আহত হয়।

পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আরো পড়ুন-আলমডাঙ্গায় ১৩ বছরের শিশুকে অপহরণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় ১৩ বছরের শিশুকে অপহরণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা বন্ডবিল গ্রামের কৃষক আব্দুর রহমানের ১৩ বছরের শিশুকে পোড়াদহ মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে অপহরকদল অপহরণ করেছে বলে থানা অভিযোগ করেছে মাদ্রাসা ছাত্র মুহিনের পিতা আব্দুর রহমান।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা নওদাবন্ডবিল গ্রামের মৃত আব্দুল করিমের ছেলে

আব্দুর রহমানের ছেলে মহিনুল ইসলাম মুহিন (১৩) পোড়াদহ নেকজান বহুমুখি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় হাফেজী পড়াশোনা করে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টার দিকে মহিনুল ইসলাম মুহিন বাড়ী রওনা দেয় পোড়াদহর উদ্দেশ্যে।

কিন্ত রাতে পোড়াদহে খোজ নিয়ে জানা জায় সে মাদ্রাসায় যায়নি, তাকে কেউ অপহরণ করেছে বলে ধারনা করছে তার পিতা।

এ বিষয়ে মুহিনের পিতা আব্দুর রহমান মাদ্রাসার সুপারকে ফোন করে জানতে পারে সে অনেক রাতাবধি মাদ্রাসায় ফেরেনি। পরে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে খোজা খুজি করেও যখন কোন সন্ধান করতে না পারায়, মুহিনের পিতা আব্দুর রহমান আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেছে। থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান মুহিনকে খুজে বের করার চেষ্টা করবে বলে জানান।

আরো পড়ুন-সুন্নতে খৎনা করতে গিয়ে শিশুর লিঙ্গ কর্তন

সুন্নতে খৎনা করতে গিয়ে শিশুর লিঙ্গ কর্তন

কুষ্টিয়ায় সুন্নতে খৎনা করতে গিয়ে সাদিক হোসেন (৯) নামের এক শিশুর লিঙ্গ কর্তনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় হাজাম ফুরকান আলী খলিফা (৭০)কে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শহরতলী উদিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশু সাদিক হোসেন কুষ্টিয়া শহরতলীর উদিবাড়ি এলাকার আকতার হোসেনের ছেলে। সে উদিবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেনীর ছাত্র।

কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ওহিদুল আলম জানিয়েছেন শিশু সাদিকের লিঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ কেটে ফেলায় প্রচুর রক্ষণ হয়েছে।

জরুরী সার্জারি বিভাগে শিশুটির রক্তক্ষরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় শল্য চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। শিশুটিকে বাঁচানো গেলেও পরবর্তীতে কতটুকু স্বাভাবিক হতে পারবে সে বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

সাদিকের পিতা আকতার হোসেন বলেন, বৃহষ্পতিবার সকাল ৯টায় ছেলের খৎনা করতে হাজাম ফুরকান আলী বাড়িতে আসেন। যথারীতি নিয়মে খৎনা করতে গিয়ে পর পর দুইবার খুর চালিয়ে লিঙ্গের মাথা থেকে দুই টুকরো কেটে ফেলে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। পরিস্থিতি যখন খুব খারাপের দিকে যায় তখন দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানিয়েছেন লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, খৎনা করতে গিয়ে শিশুর লিঙ্গ কেটে ফেলানোর অভিযোগে হাজাম (খৎনাকারী) ফুরকান আলী খলিফাকে আটক করেছে পুলিশ।
আটক ফুরকান আলী সদর উপজেলার কবুরহাট খলিফাপাড়ার মৃত আব্দুল আজিজ খলিফার ছেলে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আরো পড়ুন-অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

আঁটসাঁট বোলিংয়ে লক্ষ্য খুব একটা বড় হতে দেননি বোলাররা। উইকেটে বোলারদের জন্য বেশ সহায়তা থাকায় কাজটা এরপরও সহজ ছিল না। অসাধারণ এক ইনিংসে সেটা সহজেই সারলেন মাহমুদুল হাসান। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

পচেফস্ট্রুমে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৬ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ। ২১২ রানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে ৩৫ বল বাকি থাকতে।

রান তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। শরীরের বেশ কাছের বল পয়েন্ট দিয়ে খেলতে গিয়ে কাভারে ধরা পড়েন তানজিদ। ডেভিড হ্যানককের বল বাড়তি লাফিয়ে পারভেজ হোসেনের গ্লাভস ছুঁয়ে জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে।
৩২ রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশকে টানেন মাহমুদুল ও তৌহিদ হৃদয়। ক্রিজে গিয়েই রানের চাকা সচল করায় মনোযোগ দেন হৃদয়। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তাকে সঙ্গ দেন মাহমুদুল। ধীরে ধীরে জমে ওঠে জুটি।

লেগ স্পিনার আদিত্য অশোককে বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে হৃদয়ের বিদায়ে ভাঙে ৬৮ রানের জুটি। হৃদয় চারটি চারে ৪৭ বলে করেন ৪০।

এরপর কিছুটা কমে রানের গতি। ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন মাহমুদুল ও শাহাদাত হোসেন। কিউইদের স্পিন-পেস কিছুই আর পরে পাত্তা পায়নি তাদের সামনে।

৭৭ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া মাহমুদুল ১২৬ বলে পৌঁছান সেঞ্চুরিতে। সুইপ করে বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সঙ্গে জুটির রানও নিয়ে যান একশতে। পরের বলে ট্যাশকফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন মাহমুদুল। ভাঙে ১০১ রানের জুটি। ততক্ষণে জয়ের দুয়ারে চলে গেছে বাংলাদেশ।

বেশি সময় নেননি শাহাদাত ও আকবর আলী। চারটি চারে ৫১ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন শাহাদাত। চার মেরে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে যান অধিনায়ক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউ জিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২১১/৮ (মারিউ ১, হোয়াইট ১৮, লেলম্যান ২৪, লিডস্টোন ৪৪, ট্যাশকফ ১০, হুইলার-গ্রিনল ৭৫*, সানডে ১, ক্লার্ক ৭, ফিল্ড ১২, অশোক ৫*; শরিফুল ১০-২-৪৫-৩, শামীম ৬-১-৩১-২, রকিবুল ১০-৩-৩৫-১, তানজিম ১০-১-৪৪-০, মুরাদ ১০-১-৩৪-২, হৃদয় ৪-০-১৮-০)
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৪.১ ওভারে ২১৫/৪ (পারভেজ ১৪, তানজিদ ৩, মাহমুদুল ১০০, হৃদয় ৪০, শাহাদাত ৪০*, শামীম ৫*; ফিল্ড ৬-০-২৮-০, ক্লার্ক ৯-০-৩৭-১, হ্যানকক ৭-০-৩১-১, অশোক ১০-০-৪৪-১, ট্যাশকফ ১০-৫৭-১-০, হুইলার-গ্রিনল ২.১-০-১৩-০)
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দা ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান